০৬-১১-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা বেঁচে থেকেই বেহদের বাবার কোলে এসে তাঁর সন্তান হয়েছ, তাঁর সন্তান যখন হয়েছ তখন শ্রীমতে অবশ্যই চলতে হবে, তাঁর সমস্ত নির্দেশই অভ্যাসে আনতে হবে ।

প্রশ্ন :- সৃষ্টির বাণপ্রস্থ অবস্থা কবে থেকে শুরু হয় এবং কেন ?

উত্তর :- যখন শিববাবা এই ব্রহ্মাতনে প্রবেশ করেন, তখন থেকেই সম্পূর্ণ সৃষ্টির বাণপ্রস্থ অবস্থা শুরু হয় কেননা বাবা সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন । এই সময় ছোটো, বড় সকলেরই বাণপ্রস্থ অবস্থা । সকলকেই তাদের মিষ্টি ঘর মুক্তিধামে ফিরে যেতে হবে তারপর জীবনমুক্তিতে আসতে হবে । যদিও বাবা যখন এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন তখন এনার আয়ু ৬০ বছরের ছিলো । এনারও বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় ।

গীত :- আমার মরণ তোমারই পথে .....

ওম্ শান্তি । এ কার্ পথে এসে মরতে হয় ? মানুষ চায় যে আমরা মুক্তিধামে যাই । পরমপিতা, পরমাত্মা, শিববাবার বিজয় মালায় গ্রথিত হই । বাচ্চারা জানে যে, মনুষ্য মাত্রের আত্মাই হলো অবশ্যই বাবার গলার হার । যেমন লৌকিক বাবার রচনা লৌকিক বাবার গলার হার হয় । বাচ্চারা বাবাকে এবং বাবা বাচ্চাদের স্মরণ করেন । বাস্তবে যে সমস্ত আত্মারাই আছে তারা সকলেই পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করে । এ হলো হদের বাবা আর উনি হলেন বেহদের বাবা । প্রতিটা মানুষই চায় যে আমরা মুক্তি প্রাপ্ত করি কেননা নিরাকারের গলার হার অর্থাৎ মুক্তি আর বিষ্ণুর গলার হার অর্থাৎ জীবনমুক্তি । বাবা মুক্তি আর জীবনমুক্তি দেন । বেহদের বাবার বাচ্চা হলে তাঁর গলার হার হতে পারবে । লৌকিক মা - বাবার গলার হার হলো তাদের সন্তানরা । সেই মা - বাবারাও আবার কারোর সন্তান । গীতও গায় যে ...তুমি মাতা - পিতা .....যখন আমরা তোমার গলার হার হতে পারবো তখন আমরা সদা কালের জন্য খুশী হতে পারবো । বেহদের বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু তাঁর গলার হার কিভাবে হবে সেই আশা থেকে যায় । তাই যখন শিববাবা আসেন, এসে তিনি এই তিনের রচনা করেন .....ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর, তখন এই ব্রহ্মার দ্বারা বেহদের বাবার গলার হার হতে পারে । প্রথমে লৌকিক মা - বাবার গলার হার । তাদের কাছে বেঁচে থেকেও মৃত হতে পারলে পারলৌকিক বাবার হতে পারবে এবং তখন আশীর্বাদী বর্সা পেতে পারবে । যেমন কোনো সাহুকার গরীবের বাচ্চাকে দত্তক নিলে সে তখনই সেই ধনী ব্যক্তির হয়ে যায় যদিও তার গরীব বাবা - মা তখনো বেঁচে থাকে । সেই সন্তানের দুজনকেই স্মরণ থাকে । তোমাদেরও লৌকিক আর পারলৌকিক দুই সম্বন্ধই স্মরণে থাকে । দু'জনের সঙ্গেই তোমরা মিলিত হও । তোমরা পারলৌকিক মা - বাবার দত্তক সন্তান হয়েছ তাঁর কাছ থেকে গভীর সুখ পাওয়ার আশায় । সে হলো হদের কোল আর এ হলো বেহদের কোল । তোমরা বেঁচে থাকা অবস্থাতেই তাঁর কোলে এসেছো । তোমরা জানো যে আমরা এনার হতে পারলে, দেবী - দেবতা কুলের চরম সুখ পেতে পারবো । তাই যে মাতা - পিতার সন্তান হয়েছো তাঁকে তো অবশ্যই স্মরণ করতে হবে । শ্রীমত তো গাওয়া হয়েছে তাই না ! এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর মতে চলছো । আবার এমনও নয় যে চট্ করে সবাই তাঁর দত্তক সন্তান হয়ে যায় । তা হয় না । আস্তে আস্তে হয় । এখন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে । ঝাড় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হচ্ছে । খৃষ্টান ধর্মের লোকেদের আগে ক্রাইস্ট আসে । তারপর ১০ - ২০ - ৫০ করে বাড়তে থাকে ।

এই ঝাড় এখানে সামনেই বাড়তে থাকে । ক্রাইস্ট চলে যায় কিন্তু শেষে এসে আবার মিলিত হয় । ইনি হলেন বেহদের বাবা । অনেককেই শিববাবার গলার হার হতে হবে তখনই বিষ্ণুর গলার হার হতে পারবে । শিববাবা তো নিরাকার । ব্রহ্মার দ্বারা তিনি মুখ বংশাবলী রচনা করেন । ত্রিমূর্তি শিবেরও অর্থ আছে । ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার অর্থ হয় না । বাবা সবকিছু ঠিক করে বুঝিয়ে দেন । গোলার নীচে লিখতে হবে স্বদর্শন চক্র (চরকা নয়) । সরকার তো চরকা লাগিয়ে দিয়েছে । এখানে হলো স্বদর্শন চক্র । দিন - প্রতিদিন কারেকশন হতেই থাকে ।

বাবা বুঝিয়েছেন -- সবসময় ত্রিমূর্তি শিবজয়ন্তী বলতে হবে । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আশীর্বাদী বর্সা দেন । শিববাবা আছেন, তাই তাঁর আশীর্বাদী বর্সাও তাঁর সাথে অবশ্যই চাই । তাই এই বিষ্ণু হলো বর্সা । শঙ্করের দ্বারা বিনাশের কথা গায়ন আছে, তাই এই ত্রিমূর্তির চিত্র হলো মুখ্য । এই ত্রিমূর্তির চিত্র চলে আসছে । ওখানেও যখন তোমরা রাজত্ব করো তখন সিংহাসনের পিছনে বিষ্ণুর চিত্র থাকে । এ যেন 'কোট অফ আর্মস' (কুল মর্যাদার প্রতীক চিহ্ন) । এর অর্থ মানুষ জানে না । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন, এই জ্ঞান তোমরা এখন পেয়েছো, দেবতাদের কাছে এই জ্ঞান থাকে না । তৃতীয় নয়ন তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই খোলে । বাবা কেমন সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন - "মনমনাভব ।" বাবা এবং তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো । তোমরা তো ব্রহ্মামুখ বংশাবলী । তোমরা আবার জ্ঞান - গঙ্গাও । তোমরা হলে জ্ঞান সাগরের দ্বারা ব্রহ্মা মুখ কমলের দ্বারা নির্গত মুখ বংশাবলী, জ্ঞান কুমার - কুমারী । তাই তোমরা জ্ঞান সাগরের সন্তান ।
বাস্তবে প্রকৃত তীর্থ তো এখানেই । আত্মা আর পরমাত্মার এ হলো প্রকৃত সঙ্গম । জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান গঙ্গা । এ হলো খুব গোপন বোঝানোর বিষয় । মোটা বুদ্ধির মানুষ এ কথা বুঝতে পারবে না । তাদের জন্য সহজ যুক্তি হলো শিববাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো -- এঁনার দ্বারা । এইকথা বুদ্ধিতে থাকলে খুশীর পারদ চড়বে । তোমাদের তো ঈশ্বরীয় ছাত্রজীবন । বেহদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । কৃষ্ণ মানুষদের পড়ান না । কৃষ্ণকে জ্ঞান সাগর বলা হয় না । কৃষ্ণ ত্রিকালদর্শী ছিলেন না । রাজযোগের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে, যার দ্বারা তোমরা প্রালব্ধ পেয়ে থাকো । ওখানে এই জ্ঞানের দরকার নেই । এখানে তা দরকার । বাবা বলেন, কল্পে কল্পে আমি এসে রাজযোগ শেখাই । রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলি যে এই চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে । সম্পূর্ণ সঙ্গম যুগেরই মহিমা, যখন পতিত পাবন বাবা এসে পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যান । পুরানো দুনিয়া বিনাশের জন্য তৈরী হচ্ছে । তোমরা দেখো, আজকাল দুনিয়াতে কি না হয় । আজ যিনি বাদশাহ, কাল মিলিটারী যদি বিগড়ে যায় তাহলে সেই বাদশাহকেও কয়েদী বানিয়ে দেয় । যাকে খুশি মেরে ফেলে । এমন অনেক কেস হতে থাকে । এখন কারোর কোনো কথায় কোনো ভরসা নেই । চারিদিকে দুঃখই দুঃখ । আজ কারোর সন্তান হলো তো সে সুখী হলো আবার কাল মারা গেলেও সেই দুঃখ । এ তো দুঃখেরই দুনিয়া । এখন বাবা তোমাদের নতুন সুখের দুনিয়ার উপযুক্ত করছেন । বাবা নিজেই বলেন যে তোমরা কতখানি অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছো । এখন তোমরাই আবার যোগ্য হয়ে স্বর্গের মালিক হতে পারো । তোমরাই দেবী - দেবতা ছিলে আবার তোমরাই অসুর হয়ে গেছো । কাল তোমরা দেবতাদের মহিমার গায়ন করতে, নিজেদের পাপী, নীচ বলতে । মানুষ বলে আমরা হলাম নির্গুণ আর হেরে যাওয়ার মধ্যে ....তাই নিশ্চই কারোর ওপর দয়া করেছেন । এই দেবতাদের কতো গুণবান বানিয়েছে .....এখন তোমরা জানো । পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া কেউই দেবতা বানাতে পারে না । মানুষ সম্পূর্ণ বিকারী আর পতিত হয়ে পড়েছে । বৃদ্ধ হয়ে গেলেও বিকার ছাড়তে পারে না । নাহলে নিয়ম আছে যে ৬০ বছরের পর বাণপ্রস্থ নেওয়া উচিত । ৬০ বছরের

মধ্যে নিজেদের বোঝা বাচ্চাদের দায়িত্বে দিয়ে দেওয়া উচিত । এখন মানুষ ৬০ বছর বয়সেও সন্তানের জন্ম দিচ্ছে । বাবা বলেন যে ....এনার ৬০ বছর বয়সে, অনেক জন্মের অন্তেরও অন্তে যখন এনার বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় তখন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি, তখন ইনি সবকিছুই ছেড়ে দেন । বাবার আসাতে সারা দুনিয়ার জন্য বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়ে যায় কেননা সবাইকেই ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । ছোটো বা বড় কেউই থাকবে না ।

বাবা এসে সকলকে মিষ্টি স্বভাবের করে তোলেন । মুক্তি বা জীবনমুক্তি ....দুইই মিষ্টি ধাম । সবারই বিনাশ হবে । সবার হিসেব - নিকেশও শোধ হবে । সাজা খেতে দেরী লাগে না । যেমন কাশী কলবট খেলে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় । তখন আবার নতুন করে হিসেব শুরু হয়ে যায় । বাকি মুক্তিতে একজনও যায় না । ওরা ভাবে শিবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে নির্বাণধামে চলে যাবো । বাবা বলেন, ফিরে কেউই যেতে পারে না । পুনর্জন্ম তো সবাইকেই নিতে হবে । এই প্রথম নম্বরই সম্পূর্ণ পুনর্জন্ম নেয় । তাই অবশ্যই পিছনের দিকে যারা তারাও নেবে । তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো । শুরু থেকেই তোমাদের পার্ট চলতে থাকে । এ হলো তোমাদের কল্যাণকারী লিপ জন্ম । এই জন্মে অথবা এই ধর্মের যুগে তোমরা ধর্মাত্মাতে পরিণত হও । ওই সব হলো হদের কথা । সে সব হলো ধর্মের মাস, ধর্মের বছর আর এ হলো ধর্মের যুগ । এই লিপ জন্ম ব্রাহ্মণদের একবারই হয় । ব্রাহ্মণরা হলো শিখা, এরপর তোমরা দেবতা হবে । এখন তোমরা জানো যে বাবা আমাদের গলার হার বানান । আমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়াতে থাকি । বাবা নিজেই বলেন, তোমরা যখন অশরীরী ছিলে তখন আমার কাছে ছিলে । এখন তোমরা বুঝে গেছো -- আমরাই প্রথম দিকে সত্যযুগে আসবো । সেখানে থাকবে দেবী - দেবতা ধর্ম । সেখানে পুরুষার্থ করার প্রয়োজন থাকবে না । পুরুষার্থ এই সঙ্গমেই করা হয় । এই হলো সঙ্গম যুগ, আর যে সঙ্গম হয়, তার আয়ু গণনা করা হয় না । এই সঙ্গম যুগেরই সময় নির্ধারণ করা হয় । এ হলো খুব ছোটো যুগ । এই সঙ্গম যুগেই বাবা এসে এর পরিবর্তন করেন । বাকি ওই যুগদের কোনোকিছুই নেই । দুই কলা কম হতেই রাজ্যের বদল হয় । এ তোমাদেরই সাক্ষাৎকার হয় যে কিভাবে রাজ্য দেওয়া হয় । সঙ্গম যুগে বাবা এসে পতিতদের পবিত্র করেন, তাই এই যুগের আয়ু যখন থেকে বাবা এসেছেন, তখন থেকে নির্ধারণ করা হয় । তাহলে অবশ্যই তিনি এসেছেন, তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । তাঁর মুখ বংশাবলী, জ্ঞান নদী হলো ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী, এনার থেকেই জ্ঞান পেতে হবে । বাবা বলেছেন, এমন কোনো নতুন জিনিস বানাও যে বোঝানো সহজ হয় । তাতে ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী লেখো । বাবা তো নির্দেশ দেন, কিন্তু যিনি বানাবেন তাকে হুঁশিয়ার হতে হবে । এই জ্ঞান যজ্ঞে অনেক প্রকারের বিঘ্ন আসে, তারপর সেবাও হালকা হয়ে যায় । শিব জয়ন্তী এলো কি এলো । অনেক ধুমধাম করে পালন করা উচিত । দুয়েই কোট অফ দেখানো হবে । আমরা আমাদের ঈশ্বরীয় কথাই বলি । বাবা হলেনই কল্যাণকারী । বাচ্চারাও অন্যের কল্যাণ করতে থাকে । তা দেখে বাবা খুশী হন । বলা হয় "চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম ।" মিত্র - সম্বন্ধীদেরও বোঝাতে হবে । না হলে তারাও অভিযোগ করবে । তোমরা অনেক পয়েন্টস পাও । চিত্রও খুব সুন্দর । মালাও কতো সুন্দর । রুদ্র মালা হয়ে তারপর বিষ্ণুর মালা হয় ।

তোমরা ব্রাহ্মণরাই প্রকৃত গীতা শোনাও । সত্যিকারের যাত্রার রহস্য তোমরাই বুঝিয়ে বলো । এখানে বসে তোমরা যদি স্মরণের যাত্রায় থাকো তাহলে পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার আর কোনো উপায় নেই । যোগের অনেক মহিমা । এতেই পরিশ্রম । এখানেই অনেক ঝড় আসে । যেমন সহজ, তেমন মুশকিলও । তোমাদের যোগ তপস্যারও চিত্র আছে । রাজত্বেরও চিত্র আছে

। রাজযোগের সাহায্যেই তোমরা দেবতা হও । তোমরা হলে রাজঋষি আর ওরা হঠযোগী । তোমাদের হলো ন্যাচারাল জটা । এখন আমরা সবাই বাবার গলার হার, সকলেই ভাই – ভাই । বাবার থেকে আমরা আশীর্বাদী বর্সাও পাই । প্রজাপিতা ব্রহ্মার নামেও গায়ন আছে । উনি হলেন নিরাকার পিতা আর ইনি সাকার পিতা । শঙ্করের জন্য বলা হয় ....তাঁর চোখ খুললেই বিনাশ হয় । শঙ্করের সাথে পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি দেখিয়ে গৃহস্থী বানিয়ে দিয়েছে । অন্ধশ্রদ্ধা অনেক । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের ধনী বানিয়েছিলাম । তোমরা মন্দির বানিয়ে, দান করে, শাস্ত্র লিখে অনেক অপ্রয়োজনীয় খরচা করে দুর্গতি প্রাপ্ত করেছো । এও ড্রামাতেই নিহিত ছিলো, তাই তো বাবা বসে বোঝান । বাবা তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানান । তিন কালের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্নেহ, স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :–

১) এ হলো ধর্মের যুগ । এইসময় ধর্মাত্মা হতে হবে । সবার কল্যাণ করতে হবে । মুক্তি আর জীবনমুক্তিতে চলার রাস্তা বলতে হবে ।

২) এ হলো আমাদের ঈশ্বরীয় ছাত্র জীবন । বেহদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । এই খুশীতে থাকতে হবে ।

বরদান :– শিক্ষক হওয়ার সাথে সাথে দয়ার ভাবনার দ্বারা ক্ষমা করে মাস্টার দয়ালু হও ।

সবার শুভ কামনা পেতে শিক্ষক হওয়ার সাথে সাথে মাস্টার দয়ালু হও । দয়ালু হয়ে ক্ষমা করো তাহলে এই ক্ষমা করাও শিক্ষা দেওয়া হয়ে যাবে । কেবল শিক্ষক হলেই হবে না, ক্ষমা করতে হবে – – এই সংস্কারের দ্বারাই সকলকে শুভ কামনা জানাতে পারবে । এখন থেকে শুভ কামনা দেওয়ার সংস্কার পাকা করো তাহলে মানুষ তোমাদের জড় চিত্র থেকেও শুভ কামনা প্রাপ্ত করতে পারবে, এরজন্য প্রতি পদে শ্রীমত অনুসারে চলে শুভ কামনার সম্পত্তি ভরপুর করো ।

স্লোগান :- যার ঝুলি পরমাত্ম সম্পদে ভরপুর আছে তার কাছে মায়া আসতে পারবে না ।